দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 18 JUL 1990 পৃষ্ঠা 7 কলাম 7

96 (৩৭)

পরীক্ষায় নকল প্রবণতা

সারাদেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচ এস সি পরীক্ষা শুরু হইয়াছে গত বৃহস্পতিবার হইতে। শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষায় নিয়মমাফিক যাহা হওয়া উচিত তাহা হইয়াছে এবারও। নকলের আধিক্য, পরীক্ষার্থী বহিষ্কার, শিক্ষক বহিষ্কার, ছাত্র-শিক্ষক ও বহিরাগতদের মধ্যে সংঘর্ষ সবই আছে একই রকম। প্রকাশিত খবরে জানা গিয়াছে যে, শুধু ইংরেজী পরীক্ষার দিনেই বহিষ্কৃত হইয়াছে ৪ সহস্রাধিক পরীক্ষার্থী। ওদিকে কোন কোন পত্রিকায় এই মর্মেও খবর প্রকাশিত হইয়াছে যে, কুমিল্লা বোর্ডের ইংরেজী প্রশ্নপত্র ফাঁস হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ নির্ভুলভাবেই অঘটন ঘটিয়া চলিয়াছে অন্যবারের মতই। তবে এবারে আর একটি ঘটনা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করার মত। তাহা হইল, কোন কোন কেন্দ্রে এবার পরীক্ষার পরিবেশ ছিল শান্তিপূর্ণ। এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বলিতে আমরা বুঝি মারামারি-কাটাকাটি হয় নাই, পুলিশ গুলী চালায় নাই কিংবা টিয়ারগ্যাস ছাড়ে নাই। নকল করা কিংবা ছাত্র অথবা শিক্ষককে বহিষ্কার করার ন্যায় ঘটনা প্রথাগতভাবেই ঘটিতে থাকিবে। অতএব, উহাকে পরিবেশের স্বাভাবিকতা হরণ বলিয়া চিহ্নিত করার বিষয়টি নেহাতই অপ্রয়োজনীয়।

অর্থাৎ নকল এবং বহিষ্কার এখন আর কোন ঘটনাই নয়। নকলের নানাবিধ কৌশল এবং পন্থা এখন আবিষ্কৃত হইয়া চলিয়াছে। এইসব কৌশল এবং পন্থা অবলম্বনে, কিংবা আবিষ্কারে যে মেধা ব্যবহৃত হয় উহা যদি সাধারণ লেখাপড়ার পিছনে ব্যয় করা হইত তাহা হইলে আর পরীক্ষা পাসের জন্য অসদুপায় পন্থা অবলম্বনের প্রশ্ন উঠিত না। কিন্তু সে পথে না যাইয়া কেন নকলের ঝুঁকি গ্রহণ করিতেই তাহারা উৎসাহী? এই নব্বই সালে এইচ এস সি পরীক্ষার প্রথম দিনে যেমন তিন হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয় তেমনি উননব্বই সালেও এই এইচ এস সি পরীক্ষার প্রথমদিনে বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা একই ছিল। গত বছর দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং পুলিশের গুলীবর্ষণের মত ঘটনাও ঘটিয়াছিল।

পরীক্ষায় আগে নকল হইত না, এখন হয় এমন দাবী অবশ্য কেহ করিবেন না। তবে তখন নকল ছিল সীমাবদ্ধ আকারে এবং যেসব পরীক্ষার্থী নকল করিত তাহারা এমনিতেই একঘরে হইয়া থাকিত। কিন্তু এখন ইহা গণরূপ ধারণ করিয়াছে। কেবল পরীক্ষায় সাধারণ পাসের জন্য নহে, কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করার জন্যও নকল করে অনেকে। আর এই নকলের ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে একশ্রেণীর শিক্ষকের সহযোগিতাও তাহারা পায়। অথচ আগে এমন কথা কেহ কল্পনাও করিত না। কিন্তু নকলবাজি কেন এমন ভয়াবহ রূপ ধারণ করিতেছে? কেন ক্রমাগত ইহা আরও কদর্য, আরও ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে। ইহার কারণ হইতে পারে: প্রথমতঃ সার্টিফিকেট যখন চাকরী কিংবা বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের হাতিয়ার হইয়া উঠে এবং বিদ্যা ও জ্ঞান ইহার যথার্থ মূল্য হারায় তখন নকল প্রবণতা তীব্র হয়।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা ব্যবস্থা যখন ক্রমাগত একটি ছকবাঁধা আবর্তে ঘুরপাক খাইতে থাকে এবং ইহার মধ্যে যখন স্বাভাবিক শিক্ষা বিস্তারের পথ রুদ্ধ থাকে তখন নকল প্রবণতা ব্যাপক হয়। তৃতীয়তঃ সামাজিক অঙ্গনে যখন অস্বাভাবিক ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি বিরাজ করে তখন সেই অস্থিরতার ভিতর দিয়াই এক ধরনের অসাধু প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়া ওঠে। চতুর্থতঃ নিম্নমানের পড়াশুনা এবং জটিল পরীক্ষা পদ্ধতি নকল প্রবণতা বৃদ্ধির উর্বর ক্ষেত্র বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। আমরা মনে করি, পরীক্ষায় নকল প্রবণতা রোধ করার জন্য কঠোর পন্থা অবলম্বন অত্যন্ত জরুরী। ইহা শুধু কতিপয় পরীক্ষার্থীর জীবন নষ্ট করিতেছে না, একটি বিশাল প্রজন্মকে ধ্বংস করিতেছে। এ জন্য যত কড়াকড়িই করা হউক না কেন, উহাতে কাহারও আপত্তি করা উচিত হইবে না।